অষ্টম অধ্যায়

শিল্প

[২০০৯-১০ অর্থবছরে স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদে (GDP) বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে শিল্প খাতের অবদান ছিল ২৯.৯৩ শতাংশ। ২০১০-১১ অর্থবছরে শিল্প খাতের অবদান ৩০.৩৩ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে (বিবিএস, সাময়িক হিসাব)। খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ-এ খাতগুলোর সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে। এ সকল খাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে ২০১০-১১ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ১৮.৪১ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। দেশের সব ধরণের শিল্পখাত যথা উৎপাদন শিল্প, জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য জ্বালানি শিল্প, কৃষি ও বনজ শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পর্যটন ও সেবা শিল্প, নির্মাণ শিল্প, তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পসহ উপযোগী সব ধরণের শিল্পের পরিবেশ বান্ধব বিকাশ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা সরকারের লক্ষ্য। দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে যুগোপযোগী শিল্পনীতি ঘোষণা বর্তমান সরকারের একটি অঙ্গীকার। এ প্রেক্ষিতে শিল্প নীতি ২০১০ ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ। এ লক্ষ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হবে এজন্য জমি ও অর্থায়ন এবং ব্যবসায় সহায়তামূলক সেবা লাভের ক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হবে। দ্রুত শিল্পায়নকল্পে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমূহ দেশী বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্প খাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ, রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাট ও পাট শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষক ও শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে সরকার বন্ধ পাটকল পুনরায় চালু করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে খুলনার পিপলস জুট মিল লিঃ খালিশপুর জুট মিল লিঃ নামে এবং সিরাজগঞ্জের কওমী জুট মিল লিঃ জাতীয় জুট মিল লিঃ নামে চালু করা হয়েছে।]

দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এ প্রেক্ষাপ-ট বাংলা-দ-শর অর্থনৈতিক উন্নয়-ন শিল্প খা-তর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশজ উৎপাদে (জিডিপি) অর্থনীতির এ গুরুত্বপূর্ণ খাতের অবদান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পা-চ্ছ। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদে বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে শিল্প খাতের অবদান ছিল -যখা-ন ১৭.৩১ শতাংশ, ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ খাতের অবদান দাঁড়ায় ২৯.৯৩ শতাং-শ। ২০১০-১১ অর্থ বছরে শিল্প খাতের অবদান ৩০.৩৩ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে (বিবিএস, সাময়িক হিসাব)। জাতীয় আয় নির্ণ-য় ১৫টি খা-তর ম-ধ্য খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ-এ খাতগুলোর সমন্ব-য় শিল্পখাত গ-ড় উ-ঠ-ছ। এ খাতগুলোর মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে ২০১০-১১ অর্থবছ-রর সাময়িক হিসা-ব জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খা-তর অবদান ১৮.৪১ শতাংশ প্রাক্কলন করা হ-য়-ছ, যা গত বছ-রর (১৭.৯৪ শতাংশ) চে-য় ০.৪৭ শতাংশ বেশী। ম্যানুফ্যাকচারিং খা-ত ২০১০-১১ অর্থবছ-র প্রবৃদ্ধির হার ৯.৫১ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের (৬.৫০ শতাংশ) চে-য় ৩.০১ শতাংশ বেশী।

নিম্নের সারণি ৮.১ এ জিডিপি-ত ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ২০০২-০৩ থে-ক ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অবদান ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছেঃ

সারণি ৮.১: জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার
(১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের স্থির)

(কোটি টাকায়)

শিল্প	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১ (সাময়িক)
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১১৪৯৬.৫ (৭.৪৫)	১২৪০৮.৫ (৭.৯৩)	১৩৫৫১.৫ (৯.২১)	১৪৮৬৫.১ (৯.৬৯)	১৫৯২০.০ (৭.১০)	১৭০১৮.৯ (৬.৯০)	১৮৩৪০.৯ (৭.৭৭)	১৯৬৮৬.৮ (৭.৩৪)
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	২৭৫৭২.৩ (৬.৯৫)	২৯৮৬০.৫ (৮.৩০)	৩৩২৬৮.২ (১১.৪১)	৩৬৫০৭.১ (৯.৭৪)	৩৯১৫৭.২ (৭.২৬)	৪১৭৩৫.০ (৬.৫৮)	৪৪২২৯.৮ (৫.৯৮)	৪৮৮৩৫.০ (১০.৪১)
মোট	৩৯০৬৮.৮ (৭.১)	৪২২৬৯.০ (৮.১৯)	৪৬৮১৯.৭ (১০.৭৭)	৫১৩৭২.২ (৯.৭২)	৫৫০৭৭.২ (৭.২১)	৫৮৭৫৩.৯ (৬.৬৮)	৬২৫৭০.৭ (৬.৫০)	৬৮৫২১.৮ (৯.৫১)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার।

উন্নয়নের 'রূপকল্প ২০২১' অনুযায়ী ২০২১ সাল নাগাদ দেশে একটি শক্তিশালী শিল্প খাত গড়ে উঠবে যেখানে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান বিদ্যমান ২৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে এবং মোট কর্মসংস্থানে অবদান ১৬ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত হবে। এ জন্য দেশের সব ধরণের শিল্পখাত যথা উৎপাদন শিল্প, জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য জ্বালানি শিল্প, কৃষি ও বনজ শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পর্যটন ও সেবা শিল্প, নির্মাণ শিল্প, তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পসহ উপযোগী সব ধরণের শিল্পের পরিবেশ-বান্ধব বিকাশ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা সরকারের লক্ষ্য।

শিল্প নীতি ২০১০

অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর, অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈচিত্রায়ণ, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, ত্বরিৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি হচ্ছে শিল্প উন্নয়নের সর্বজনস্বীকৃত নির্ণায়ক। এজন্য শিল্পায়ন তথা শিল্প খাতকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করে দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে যুগোপযোগী শিল্পনীতি ঘোষণা বর্তমান সরকারের একটি অঙ্গীকার। এ প্রেক্ষিতে সরকার শিল্প নীতি ২০১০ ঘোষণা করেছে। এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ। এ লক্ষ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পাটের বহুমুখী ব্যবহার ও পাট শিল্পকে লাভজনক করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ। বাংলাদেশের শিল্পখাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে স্থানীয় শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ, যেখানে সুযোগ আছে সেখানে আমদানি-বিকল্প শিল্প স্থাপন এবং অব্যাহতভাবে অধিক মাত্রায় রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়ন। বাংলাদেশের শিল্প খাতের নিয়ামক হবে একটি উদ্দীপ্ত ও গতিশীল ব্যক্তিখাত। অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের দক্ষতা ও গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার সহায়ক এবং তদারকিমূলক ভূমিকা পালন করবে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাঃ ২০১১-২০১৫ এবং Outline Perspective Plan of Bangladesh (2010-2021)ঃ Making Vision 2021 A Reality এর আলোকে একটি সমৃদ্ধ ও আধুনিক শিল্পখাত গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণসহ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির মাধ্যমে বেকারত্ব, ক্ষুধা ও দারিদ্র পীড়িত জনগোষ্ঠির সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে।

শিল্পায়নের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে সকল উন্নয়নের সমন্বিত কৌশলপত্র, উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মালিকানা ব্যবস্থার প্রতিফলনসহ বেসরকারি উদ্যোগ বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। শ্রমনীতির আলোকে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারের বিষয় নিশ্চিতকরণ ও শিল্পখাতে ব্যাপক বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্পনীতিতে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরী করা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুস্পষ্ট সংজ্ঞায়ন ও শ্রেণীবিন্যাসপূর্বক শিল্প উপখাতসমূহকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান হচ্ছে এ শিল্পনীতির একটি অন্যতম লক্ষ্য।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দারিদ্র বিমোচন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি পরিবারে অন্তঃ একজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য বাস্বায়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) এবং শ্রমঘন শিল্পের পরিকল্পিত ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কেন্দ্রীকৃত কর্মসংস্থানকে বিকেন্দ্রীকরণ ও অধিক সংখ্যক নারী শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে শিল্পখাতের একটি অনুষঙ্গরূপে এসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা হচ্ছে।

চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার চ্যালেঞ্জ দেশের সহজলভ্য জনসম্পদকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনাপূর্ণ বিরল সুযোগ (Opportunity) এনে দিয়েছে। এ লক্ষ্যে শিল্পনীতি বাস্বায়নে সমন্বিত উদ্যোগ এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিল্পনীতি-২০১০ এ যে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তাতে দেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের বিস্তৃতি ঘটবে এবং শিল্পখাতে অব্যাহত ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন (Sustainable & continuous industrial growth) সম্ভব হবে। ফলে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী ও সম্ভাবনাময় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, যা দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

মাঝারি থেকে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উৎপাদন সূচক

উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Production) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উৎপাদন পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরের ভিত্তিতে মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনসূচক ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ২৫৪.৪৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৪১৩.৪২ দাঁড়ায়। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে গড় সূচক দাঁড়ায় ৪৪২.১২। ২০১০-১১ অর্থবছরের অক্টোবর, ২০১০ পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক দাঁড়িয়েছে ৪৬৮.২৮।

নিম্নের সারণি ৮.২-এ ২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছরের (অক্টোবর, ২০১০ পর্যন্ত) অক্টোবর পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক দেখানো হয়েছে ।

সারণি ৮.২: ২০০৩-০৪ হতে ২০১০-১১ অর্থ বছর পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক (১৯৮৮-৮৯=১০০)

মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১ (অক্টোবর, ২০১০ পর্যন্ত)
	২৭২.১৩	২৯৪.৭২	৩২৮.৩৫	৩৬০.৩৩	৩৮৪.৮২	৪১৩.৪২	৪৪২.১২	৪৬৮.২৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)

অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে ভূমিকা পালনসহ রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত পণ্য তৈরির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় একটি খাত। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার প্রতি নীতিনির্ধারক ও পর্যবেক্ষকগণের আকর্ষণের প্রেক্ষাপটে এ খাতের বিকাশ ও সম্প্রারনের নিমিত্ত অর্থায়নের ক্ষেত্রে নানাবিধ উদ্যোগের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে এ খাতে প্রচলিত ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সঞ্চয়ভিত্তিক অর্থায়নের পাশাপাশি ব্যাংক ও ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ সুবিধা নিয়ে এগিয়ে আসছে। বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে পুনঃঅর্থায়ন-এর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল, আইডিএ তহবিল এবং এডিবি তহবিল -এ ৩টি তহবিল পরিচালিত হচ্ছে। তহবিলগুলো ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের নিমিত্তে ২২টি ব্যাংক ও ২৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং ২১টি ব্যাংক ও ২২টি অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১০-১১ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। ২০১০-১১ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত দেশের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক SME খাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯০৯২.৬১ কোটি টাকা।

চলতি অর্থ বছরের এপিল, ২০১১ পর্যন্ত SME খাতে তিনটি তহবিল হতে ২১টি ব্যাংক ও ২২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ১৯,৩৩৯টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ১৮০৬.০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেছে। এ সুবিধার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল থেকে ১১৮৫.৮৮ কোটি টাকা (উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৩,১৪৬টি যার মধ্যে ২,৫৫৪ জন নারী উদ্যোক্তাকে মোট ১৮২.৭৭ কোটি টাকা), আইডিএ তহবিল থেকে ২৮৪.৯২ কোটি টাকা (উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২,৯২৯টি) এবং এডিবি তহবিল থেকে ৩৩৪.৯৪ কোটি টাকা (উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩২৬৪টি)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিল থেকে এপ্রিল, ২০১১ পর্যন্ত এসএমই খাতে ২৫৫৪ জন নারী উদ্যোক্তাকে মোট ১৮২.৭৭ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

এ সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সর্বমোট ১৯,৩৩৯ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাকে প্রদত্ত ঋণের মধ্যে চলতি মূলধন, মধ্যমেয়াদি ঋণ এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণের পরিমাণ হচ্ছে যথাক্রমে ৪৮০.৫৬ কোটি টাকা, ৮৮৯.৮৩ কোটি টাকা এবং ৪৩৫.৩৬ কোটি টাকা।

উপরোক্ত তিনটি তহবিলের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে পনঃঅর্থায়নের (এপ্রিল, ২০১১ পর্যন্ত) বিবরণ সারণী ৮.৩. এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৩ ঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে পুনঃঅর্থায়ন এর বিবরণ (এপ্রিল, ২০১১ পর্যন্ত)

	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ক)	বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল	২৬৬.৯৯	৬৩৮.৪০	২৮০.৪৯	১১৮৫.৮৮	৩৬০০	৭৬১৬	১৯৩০	১৩১৪৬
খ)	আইডিএ তহবিল	৬৯.০৯	১১৯.১৫	৯৬.৬৭	২৮৪.৯২	১১৩৭	১৩০৬	৪৮৬	২৯২৯
গ)	এডিবি তহবিল	১৪৪.৪৮	১৩২.২৭	৫৮.১৯	৩৩৪.৯৪	৮০০	২০৯৬	৩৬৮	৩২৬৪
	মোট	৪৮০.৫৬	৮৮৯.৮৩	৪৩৫.৩৬	১৮০৫.৭৪	৫৫৩৭	১১০১৮	২৭৮৪	১৯৩৩৯

ক) বাংলাদেশ ব্যাংক এর তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	-বসরকারি ব্যাংকসমূহ (২১টি)	২৪১.৬০	৩৩১.৩৬	৮৫.৪১	৬৫৮.৩৭	২০৭৪	৫৯২৯	৮৪৪	৮৮৪৭
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (২২টি)	২৫.৩৯	৩০৭.০৪	১৯৫.০৮	৫২৭.৫১	১৫২৬	১৬৮৭	১০৮৬	৪২৯৯
	সর্বমোট	২৬৬.৯৯	৬৩৮.৪০	২৮০.৪৯	১১৮৫.৮৮	৩৬০০	৭৬১৬	১৯৩০	১৩১৪৬

খ) আইডিএ ক্রেডিট ফান্ড থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	-বসরকারি ব্যাংকসমূহ (১৬টি)	৬১.৮৩	৭০.১৮	২৫.৩৮	১৫৭.৩৯	৮১২	১১৬৭	৭৯	২০৫৮
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (১৫টি)	৭.২৬	৪৮.৯৭	৭১.৩০	১২৭.৫৩	৩২৫	১৩৯	৪০৭	৮৭১
	সর্বমোট	৬৯.০৯	১১৯.১৫	৯৬.৬৭	২৮৪.৯২	১১৩৭	১৩০৬	৪৮৬	২৯২৯

গ) এডিবি ফান্ড থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	-বসরকারি ব্যাংকসমূহ (৯টি)	১৪৪.৩২	৯০.৯৫	৩৪.১৭	২৬৯.৪৪	৬৫৭	১৮৯৩	১৫৫	২৭০৫
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (৭টি)	০.১৬	৪১.৩২	২৪.০২	৬৫.৫০	১৪৩	২০৩	২১৩	৫৫৯
	সর্বমোট	১৪৪.৪৮	১৩২.২৭	৫৮.১৯	৩৩৪.৯৪	৮০০	২০৯৬	৩৬৮	৩২৬৪

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের কার্যক্রম

বাংলাদেশে অকৃষিখাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মূলতঃ বেসরকারি খাতে বিস্তৃত । বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কপোরেশন (বিসিক) বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে দায়িত্ব পালন করছে। এ লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক উদ্যোক্তাদেরকে বিভিন্ন সহায়ক সেবা ও সুযোগ সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে।

বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০১০-১১ অর্থবছরের জানুয়ারী'১১ পর্যন্ত দেশে স্থাপিত মোট ১,২৫০টি ক্ষুদ্র শিল্প ও ২,৪৮৫টি কুটির শিল্পে উদ্যোক্তাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে বিনিয়োগকৃত ১২৮.৪৫ কোটি টাকাসহ মোট ২৭১.০৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে । উল্লিখিত বিনিয়োগের মধ্যে এককভাবে উদ্যোক্তাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণই বেশী (১২৮.৪৫ কোটি টাকা বা ৪৭.৩৯ শতাংশ)। এ ছাড়া এ বিনিয়োগের ২৪.২৮ শতাংশ (৬৫.৮১ কোটি টাকা) ব্যাংক, বিসিক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ সহায়তা এবং ২৮.৩৩ শতাংশ (৭৬.৭৭ কোটি টাকা) উদ্যোক্তাদের ইক্যইটি। উল্লিখিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মোট ৩০,৯৩৭ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে, যার একটি বড় অংশ হচ্ছে নারী।

শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সারাদেশে অবস্থিত বিসিকের ৭৪টি শিল্প নগরীতে জানুয়ারী'১১ পর্যন্ত ৫,৫১৪টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ৯,৪৭৮টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। গত অর্থ বছর (২০০৯-১০) পর্যন্ত স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহে বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ১৪,১৯৯.৪৯ কোটি টাকা। গত অর্থ বছরে এসকল শিল্প কারখানাতে মোট ২৭,৩৬০.৫৪ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছিল, যার মধ্যে প্রায় ১৫,২০৩.৫৭ কোটি টাকার পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। এ সময়ে এ সকল শিল্প-কারখানা থেকে সরকারি কোষাগারে প্রায় ১,৮৪৯.১৮ কোটি টাকা রাজস্ব পরিশোধ করা হয়েছে।

২০১০-১১ অর্থ বছরের জানুয়ারী'১১ পর্যন্ত বিসিকের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নকশা কেন্দ্র, ১৫টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র, ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্র এবং অন্যান্য কার্যালয় ও প্রকল্পের আওতায় ৫,১১৬ জন উদ্যোক্তা, কারিগর, ব্যবস্থাপক ও অনুরূপ পর্যায়ের লোককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

২০১০-১১ অর্থ বছরে সমুদ্র তীরবর্তী কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় প্রায় ৭০ হাজার একর জমি লবণ চাষের আওতায় আনা হয়েছে। এসময়ে প্রায় ৪৫ হাজার জন লবণ চাষী, লবণ চাষের সাথে সরাসরি জড়িত হয়েছেন। ২০১০-১১ লবণ মৌসুমের -ফেব্রুয়ারী'১১ পর্যন্ত ২.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে এবং ২৬৭টি লবণ মিলে সমসংখ্যক আয়োডিন মিশ্রণ প্লান্ট (এসআইপি) সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া লবণ মিল মালিকগণ তাদের নিজস্ব বিনিয়োগে ৩৯টি এসআইপি স্থাপন করেছেন।

ঢাকা মহানগরীর হাজারিবাগের ট্যানারী শিল্পসমূহকে পরিবেশ বান্ধব স্থা-ন স্থানান্তরের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে সাভার ও কেরানীগঞ্জে ২০০ একর আয়তনের একটি চামড়া শিল্প নগরী স্থাপন করা হয়েছে। এ শিল্প নগরীতে ২০৫টি প্লট ১৫৪টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ সকল শিল্প-কারখানায় প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্হান সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়। ২০১১-১২ অর্থ বছরে উক্ত প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৯৫.০০ কোটি টাকা। প্রকল্পটির কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি), ডাম্পিং ইয়ার্ড ও কেন্দ্রীয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কাজ প্রক্রিয়াধীন।

ওষুধ শিল্পের কাঁচামাল তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিসিকের উদ্যোগে মুন্সীগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলায় ২৩৩.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০ একর জমিতে ওষুধ শিল্প পার্ক স্হাপিত হচ্ছে। এ শিল্প পার্কে ৪২টি শিল্প ইউনিটে প্রায় ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্হান হবে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকুলে ২০১১-১২ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬০.০০ কোটি টাকা। সিরাজগঞ্জে ৩৭৮.৯২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪০০ একর জমিতে "বিসিক শিল্পপার্ক- সিরাজগঞ্জ" স্থাপন করা হচ্ছে যেখানে ৫৭০টি শিল্প ইউনিট তৈরী হবে। এখানে প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থা-নর সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিসিক জামদানি শিল্প নগরীর আদলে তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ২৩৭.৭২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১১ মেয়াদকালে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "বেনারসী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প এবং দেশের ঐতিহ্যবাহী শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে "বিসিক শতরঞ্জি শিল্প উন্নয়ন, নিশবেতগঞ্জ ,রংপুর" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ

(ক) **বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (বিসিআইসি) ঃ** রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (বিসিআইসি) সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে বর্তমানে (২০১০-১১ অর্থ বছর) ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান (মাঝারী ও বৃহৎ) পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে ৬টি ইউরিয়া সার কারখানা, ১টি টিএসপি সার কারখানা, ১টি পেপার মিল, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট কারখানা, ১টি ইন্স্যুলেটর এবং স্যানিটারীওয়্যার কারখানা এবং ১টি হার্ডবোর্ড মিল রয়েছে। বিসিআইসির উৎপাদিত পণ্যের ৮০ শতাংশ বিভিন্ন রাসায়নিক সার যার মধ্যে ৭০ শতাংশ ইউরিয়া সার ।

২০১০-১১ অর্থ বছরের মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত বিসিআইসি'র ১৩ টি কারখানায় ১৬৪১.৫১ কোটি টাকার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ১১৯৯.৮৬ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৭৩ শতাংশ। একই সময়ে সংস্থার কারখানাসমূহের বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১২৭১.৯৪ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৭৭ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে সংস্থার কারখানাসমূহ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রাজস্ব (কর ও শুল্ক) হিসেবে ৭৮.৫৯ কোটি টাকা জমা দিয়েছে।

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কারখানাসমূহে ২০১০-১১ অর্থবছরে মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত ৮,২২,২৬৮ মেঃ টন ইউরিয়া, ৪২,৩২৩ মেঃ টন টিএসপি, ২৭,৪৩৯ মেঃ টন ডাই- এ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি), কাগজ ১৪,০৭১ মেঃ টন, সিমেন্ট ৯০,৭৯০ মেঃ টন, ১৫.৫৫ লক্ষ বর্গ মিটার গ্লাস শীট, ১,৭১৪ মেঃ টন স্যানিটারিওয়্যার, ৪৭১ মেঃ টন ইন্স্যুলেটর এবং ৫৯.৯৫ লক্ষ বর্গফুট হার্ডবোর্ড উৎপাদিত হয়েছে। ফসফেটিক সারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও টিএসপি সারের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ প্রাঙ্গণে স্থাপিত ডাই-এ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি-১) এবং ডাই-এ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি-২) শীর্ষক ইউনিট দু'টির প্রতিটির দৈনিক ডিএপি উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ৮০০ মেঃ টন।

-দ-শর ইউরিয়া সারের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫.৭৭ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী স্থাপ-নর বিষ-য় বাংলা-দশ সরকার ও চীন সরকা-রর ম-ধ্য Frameworks Agreement স্বাক্ষরিত হ-য়-ছ। প্রকল্পের সাধারণ ঠিকাদারের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি চূড়ান্করণের নিমিত্ত নেগোসিয়েশন কার্যক্রম চলছে। এ বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরের পর দুদেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হলে প্রকল্পের বাস্বায়নের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

(খ) **বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)** ঃ বিএসএফআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন বর্তমানে ১৫টি চিনি কল, ১টি ডিস্টিলারি প্রতিষ্ঠান ও ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাসহ মোট ১৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১৫টি চিনি কলের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লক্ষ মেঃ টন। দেশে বর্তমান চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৪.০০ লক্ষ মেঃ টন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ফলে ২০১৫ ও ২০২০ সালে চিনির বার্ষিক চাহিদা দাঁড়াবে যথাক্রমে প্রায় ১৬.০০ লক্ষ মেঃ টন ও ১৮.০০ লক্ষ মেঃ টন। দেশে চিনির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ইক্ষু ভিত্তিক চিনিকলগুলোতে চিনি উৎপাদন অপ্রতুল। ফলে দেশে বেসরকারি খাতে স্থাপিত ৫/৬টি সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদিত চিনি দ্বারা এবং আমদানির মাধ্যমে চিনির ঘাটতি পূরণ করা হয়। ২০১০-১১ অর্থবছরে ১,১৮,৯২৫ মেঃ টন চিনি উৎপাদন ও বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি'২০১১ পর্যন্ত ৯৩,৯৯৪.১০ মেঃ টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বিএসএফআইসি শুল্ক ও কর বাবদ সরকারি কোষাগারে ৫৮.৯৫ কোটি টাকা জমা করেছে। চলতি অর্থ বছর -শ-ষ সংস্থা কর্তৃক সরকারি কোষাগারে প্রদত্ত শুল্ক ও কর বাবদ বা-জট ৮৭.১৩ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হ-য়-ছ। উ-ল্লখ্য, অধিকাংশ চিনিকলই ত্রিশ হতে যা-টর দশ-ক স্থাপিত হওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতা এবং দক্ষতা আশংকাজনকভা-ব হ্রাস পে-য়-ছ। চিনি উৎপাদন বৃদ্ধির ল-ক্ষ্য ২০১০-১১ অর্থবছ-র ৪টি প্রকল্প বাস্বায়নাধীন রয়েছে।

(গ) **বাংলা-দশ ইস্পাত ও প্র-কৌশল ক-র্পা-রশন (বিএসইসি)ঃ** বিএসইসি এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি শিল্প ইউনিট বর্তমানে চালু আছে, যার মধ্যে ৭টি প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনকারী এবং অবশিষ্ট ২(দুই)টি লোকসানী। প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠান যথা এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, ন্যাশনাল টিউবস লিঃ ও ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ এর ৪৯ শতাংশ শেয়ার ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের বিদ্যুতায়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অর্থনৈতিক উন্নয়-ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিএসইসি'র উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর মধ্যে মোটরসাইকেল, মিশুক (ত্রি-চক্রযান), জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, বৈদ্যুতিক কেবলস, টিউব লাইট, সুপার এনামেলড কপার, ওয়্যার, ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রেজর ব্লেড, জলযান মেরামত, মোটর সাইকেল ও মিশুক, বাস, ট্রাক ও জীপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিএসইসি'র ৯টি প্রতিষ্ঠানে চলতি বছ-র (জানুয়ারী-২০১১ পর্যন্) ৫০০.০৭ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০০৯-১০ অর্থবছরে উৎপাদিত হয়েছিল ৮৬৬.৬৫ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসামগ্রী। বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০১১-১১ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত বাজেট অনুযায়ী ১০০৪.৬৯ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসামগ্রী উৎপাদন ও ১০৯৪.৩৮ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় হবে বলে আশা করা যায়। মূল্যের ভিত্তিতে বর্তমানে পরিচালনাধীন ৯টি প্রতিষ্ঠানে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় চলতি বছরে সার্বিক উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ১৬ শতাংশ ও ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে। উল্লেখ্য, ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৯৬৮.০২ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসামগ্রী বিক্রয় হয়েছিল।

২০১০-১১ অর্থবছরের জুলাই'১০-জানুয়ারী'১১ সময়ে সার্বিক নীট মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা ৩৩.১৬ কোটি টাকার বিপরীতে ৩০.৬০ কোটি টাকা অর্জিত হয় যা লক্ষ্যমাত্রার ৯২ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ সর্বাধিক ১৪.২০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ২০০৯-১০ অর্থ বছ-র সংস্থা কর্তৃক প্রকৃত মুনাফা ৭৯.০৩ কোটি টাকা অর্জিত হ-য়ছিল। চলতি অর্থ বছরের জুলাই'১০-জানুয়ারী'১১ সময়ে সংস্থা কর্তৃক শুল্ক কর বাবদ সরকারি কোষাগারে ২৪৮.৩৯ কোটি টাকা জমা করা হয়। উ-ল্লখ্য গত অর্থবছরে (২০০৯-১০) বিএসইসি শুল্ককর বাবদ সরকারি কোষাগারে ৩৩৮.৯১ কোটি টাকা জমা করে।

বিএসইসি-এর অন্যতম ২টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হচ্ছে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এবং চট্টগ্রাম ড্রাইডক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ প্রধানত বাস, জীপ, ট্রাক ইত্যাদি গাড়ি সংযোজন করে বাজারজাত করে থাকে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৮৫০টি গাড়ি সংযোজনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মার্চ'১১ পর্যন্ ৫১৬টি গাড়ী সংযোজনপূর্বক বাজারজাত করেছে। এ প্রতিষ্ঠান হতে বর্তমান অর্থ বছরে মার্চ'২০১১ পর্যন্ ৯২.৫৯ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। জাপানের মিৎসুবিশি মোটরস কোম্পানীর পাজেরো স্পোর্টস জীপ চট্টগ্রামের বাড়বকুন্ডস্থ প্রগতির কারখানায় পরীক্ষামূলকভাবে ২টি এবং বাণিজ্যিকভাবে ৪টি পাজেরো স্পোর্টস জীপ সংযোজন করা হয়েছে। তাছাড়া, ২০১২ সা-লর ম-ধ্য সিডান কার সং-যাজন এবং পরি-বশ বান্ধব থ্রি-হুইলার ভেহিক্যাল তৈরীর পরিকল্পনা র-য়-ছ।

চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিঃ বর্তমান অর্থ বছরে জলযান মেরামত বাবদ মার্চ' ২০১১ পর্যন্ ২২.৮৫ কোটি টাকা আয় করেছে। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ(পিপিপি) এর ভিত্তিতে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণের লক্ষ্যে সুবিধাদি নির্মাণ/স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে। বিএসইসি-এর ইষ্টার্ন টিউবস লিঃ এর কারখানায় পূর্ণাঙ্গ এনার্জি সেভিং বাল্ব(সিএফএল) ও টি-৫ টিউব লাইট তৈরী এবং বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ এ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের (পিপিপি) ভিত্তিতে ডিসপোজিবল বেড ও বিভিন্ন শেভিং সামগ্রি তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঘ) **বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন (বিটিএমসি)** ঃ ২০১০-১১ অর্থবছ-র বিটিএমসির নিয়ন্ত্র-ণ চালু এবং বন্ধ/লে-অফসহ মোট ১৯টি মি-লর ২৩টি ইউনি-টর ম-ধ্য ২টি মি-লর ২টি ইউনিট সার্ভিস চার্জ পদ্ধতি-ত সূতা উৎপাদন কর-ছ। ১০টি মি-ল সার্ভিসচার্জ পার্টনার না থাকায় সাময়িক উৎপাদন বন্ধ অবস্থায় আ-ছ, খুলনা টেক্সটাইল মি-ল টেক্সটাইল পল্লী স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আ-ছ । ডি-সম্বর-০৯ মাসে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের মাধ্যমে সাতরং টেক্সটাইল মিলটি বিক্রয় এবং বর্তমান অর্থ বছরে ন্যাশনাল কটন মিল শ্রমিক কর্মচারীদের নিকট হস্তান্র করা হয়। ১৯৯৭ সাল থে-ক সার্ভিস চার্জ পদ্ধতি প্রবর্ত-নর ফ-ল বিটিএমসি এ যাবৎ (ডি-সম্বর-১০ পর্যন্ত) প্রায় ১৮.৮৪ কোটি টাকা ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে।

(ঙ) **বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি)ঃ** রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের পাটকলগুলো সর্ববৃহৎ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র এবং রপ্তানি মূল্যের ১০০% Repatriation ভিত্তিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প। দেশে উৎপাদিত কাঁচা পাটের সিংহভাগ কাঁচামাল হিসাবে বিজেএমসির পাটকল সমূহে ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের পাটকলগুলো কাঁচা পাট ক্রয় করে পাট চাষীদের ন্যায্য মুল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে থাকে। বিজেএমসির মিলসমূহে প্রধানত হেসিয়ান, স্যাকিং, কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ উৎপাদিত হয়। এছাড়া কয়েকটি পাটকলে উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পাটের সুতা, জিওজুট, কটন ব্যাগিং, নার্সারী পট, ফাইল কভার ইত্যাদি

উৎপাদিত হয়। ২০১০-১১ অর্থ বছরে পাটকলসমূহে মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল ২.১০ লক্ষ মেঃ টন এবং জুলাই-১০ থেকে ডিসেম্বর-১০ পর্যন্ত সময়ে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ০.৭৮ লক্ষ মেঃ টন। আর্থিক সংকট, বিদ্যুৎ বিভ্রাট ইত্যাদি কারণে উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করা যায়নি।

বিজেএমসি পাটজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। চলতি অর্থ বছরের (২০১০-১১) ডি-সম্বর-১০ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ০.৫৬ লক্ষ মেঃ টন ও রপ্তানি আয় ৪২২.৯৭ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয় ছিল যথাক্রমে ১.০৬২ লক্ষ মেঃ টন ও ৬৫৪.৬৯ কোটি টাকা। ২০১০-১১ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত বিজেএমসির নীট লোকসানের পরিমাণ ৯.৮০ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে নীট লোকসানের পরিমাণ ছিল ২৬১.৮১ কোটি টাকা।

অপরদিকে বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহ দেশের অভ্যন্তরে পাটজাত দ্রব্য বিক্রয়ের শুল্ক এবং বিভিন্ন প্রকার কর, ফি ইত্যাদি বাবদ ২০১০-১১ অর্থ বছরে (ডিসেম্বর'১০ পর্যন্ত) ৫.৪৭ কোটি টাকা (সাময়িক হিসাব) সরকারি কোষাগারে জমা করেছে। উল্লেখ্য, ২০০৯-১০ অর্থ বছরে সংস্থাটি শুল্ক, কর/ফি ইত্যাদি বাবদ ১১.৪৭ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছিল।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এদেশের প্রায় তিন কোটি জনবলের জীবিকা নির্বাহের সাথে সংশ্লিষ্ট পাট শিল্পের গুরুত্ব ও অবদান অনস্বীকার্য। লোকসানের অজুহাতে শিল্প কারখানা বন্ধ না রেখে লোকসানি শিল্প কারখানা দক্ষতার সাথে পরিচালনার মাধ্যমে লাভজনকভাবে এগুলোকে চালু করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সরকার কৃষক এবং শ্রমিকের কল্যাণ ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বন্ধ পাটকল পুনরায় চালু করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারের কল-কারখানা পুণঃচালুকরণ নীতির আওতায় ইতোমধ্যে বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন খুলনার পিপলস জুট মিল লিঃ খালিশপুর জুট মিল লিঃ নামে এবং সিরাজগঞ্জের কওমী জুট মিল লিঃ জাতীয় জুট মিল লিঃ নামে পুনরায় চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিজেএমসি'র অতীতের সকল দায়দেনার দায়িত্ব (২,৩৯৫.৯৯ কোটি টাকা) সরকার কর্তৃক গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। একই সাথে বিজেএমসিকে পুনর্গঠিত করে একটি হোল্ডিং কোম্পানীতে রুপান্তর-রর মাধ্যমে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সিদ্ধান্ত শিল্পের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শিল্পপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

দেশে শিল্পের বিকাশ, মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন এবং পণ্য মানকে বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণকারী দেশের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্ট্যাণ্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) কাজ করছে। বিএসটিআই পণ্যের পরীক্ষা পদ্ধতির জাতীয় মান নির্ধারন, নির্ধারিত মানের ভিত্তিতে পণ্যের গুণগতমানের পরীক্ষা/বিশ্লেষণ, নিয়ন্ত্রণ, নিশ্চয়তা বিধান এবং ওজন ও পরিমাপের সঠিকতা তদারকির দায়িত্বও পালন করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান দেশে উৎপাদিত/আমদানিকৃত/বাজারজাতকৃত পণ্যের নমুনা জমাদান, পরীক্ষণ, গুণগতমানের সনদ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' ভিত্তিতে সম্পাদন করে থাকে। বিএসটিআই দেশের ৬টি বিভাগে এ সকল কার্যক্রম ৬টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে পরিচালনা করে থাকে।

"বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০০৩" এর আওতায় অবৈধ ও নিম্নমানের পণ্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধে বিএসটিআই কর্তৃক ২০১০-১১ অর্থ বছরের জুলাই/১০ হতে ফেব্রুয়ারি/১১ পর্যন্ত ০৮ (আট) মাসে মোট ১,০৮৯টি মামলা দায়ের করে ০২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে এবং ৬৬ জনকে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে (২০০৯-১০) এ ধরণের জরিমানা আদায়ের পরিমাণ ছিল ০৪ কোটি ৬৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। তাছাড়া এবং ৩০ জনকে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছিল।

অপরদিকে "ওজন ও পরিমাপ অধ্যাদেশ ১৯৮২ এবং ওজন ও পরিমাপ আইন (সংশোধনী), ২০০১" এর অধীনে মেট্রোলজী কার্যক্রমের আওতায় পেট্রোল পাম্পসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণে বিএসটিআই কর্তৃক ২০১০-১১ অর্থ বছরের জুলাই/১০ হতে ফেব্রুয়ারি/১১ পর্যন্ত ০৮ (আট)মাসে মামলা দায়ের করে ৩৮ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা

জরিমানা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে প্রদান করা হয়েছে এবং ১০ জনকে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে (২০০৯-১০) জরিমানা আদায়ের পরিমাণ ছিল ৯০.০৩ লক্ষ টাকা এবং ৫ জনকে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছিল।

বিএসটিআই'র সিমেন্ট ল্যাব (রসায়ন ও পদার্থ), ফুড ও মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ল্যাব এবং টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবসমূহের জন্য ভারত সরকারের অধীন NABL(National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, Department of Science & Technology, Government of India)-এর Accreditation প্রাপ্তি বিষয়ে এবং এডিবল জেল, আমিষ সমৃদ্ধ বিস্কিট, ওয়েফার বিস্কুট, চাটনী ও ফ্রুট পাণীয় পণ্যের সার্টিফিকেশন পদ্ধতির Accreditation লাভের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন হয়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে এ সকল Accreditation পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমানে বিএসটিআইতে Management System Certification Scheme (MSCS) চালু হওয়ায় বেসরকারি সংস্থা/ফার্মগুলো বিদেশী সংস্থার পরিবর্তে বিএসটিআই থেকে স্বল্প ব্যয়ে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 9000, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 14000 এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 22000 বিষয়ে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে। EU, NORAD এবং বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় এবং UNIDO এর কারিগরী সহায়তায় বিএসটিআইতে আন্তর্জাতিক মানের National Metrology Laboratory স্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের গৃহীত সকল পর্যায়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের সিদ্ধান্ত বাস্বায়নের লক্ষ্যে Incandecent bulb ব্যবহার বন্ধ করা এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিএসটিআই'র Compact Fluorescent Lamp (CFL) Testing ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন পকার CFL বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পণ্যের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

'সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন (২য় সংশোধনী)' শীর্ষক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেটে ও বরিশালে ৩ তলা বিশিষ্ট নবনির্মিত অফিস ভবনে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বরিশাল ও সিলেটের নবনির্মিত ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার, EU এবং UNIDO এর অর্থায়নে ৫.৩৬ কোটি ব্যয়ে Market Access and Trade Facilitation Support for South Asian LDCs, through Strengthening Institutional and National Capacities Related to Standards, Metrology, Testing and Quality (SMTQ) – Phase II শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে।

শিল্প খাতে কারিগরি সহায়তা

প্রশিক্ষ-ণর মাধ্য-ম শিল্প ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টি করা, উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তরসহ শি-ল্পাৎপাদন বৃদ্ধির ল-ক্ষ্য বিভিন্ন বিষ-য় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ-ক পরামর্শ প্রদান, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নক্শা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরী/মেরামত ক-র (স্থানীয় ও আমদানী বিকল্প) দে-শর শিল্পায়-ন বাংলা-দশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) সহায়তা ক-র থা-ক। এতে একদিকে যেমন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া চলমান রাখতে সহায়তা প্রদান করা হ-য় থা-ক অন্যদি-ক এরূপ সহায়তা প্রদান খাত থে-ক রাজস্ব আহরনও হ-য় থা-ক।

শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরামর্শ প্রদান, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নক্শা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরী/মেরামত বাবদ বিটা-কর এ খাত থে-ক ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১৪.৬১ কোটি টাকা অর্জিত হয়, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তুলনায় ১৪.৭৯ শতাংশ বেশি। ২০১০-১১ অর্থ বছরে প্রথম ৬ (ছয়) মাসে ৯.৪৩ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে বছর শেষে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। এছাড়া স্থানীয় যন্ত্রপাতি ও আমদানি বিকল্প যন্ত্রপাতি তৈরি করে এবং অন্যান্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে বিটাক দেশে আত্ম-কর্মস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচনেও সহায়তা করছে। দেশে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১৪.৬১ কোটি টাকার আমদানি বিকল্প যন্ত্রপাতি/ যন্ত্রাংশ তৈরি/মেরামত করে আনুমানিক ৭৬.১২ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে। স্থানীয়ভাবে তিন চাকা বিশিষ্ট সিএনজি চালিত অটোরিক্সা প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে দেশীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রচুর পরিমাণে লাভবান হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প বাস্বায়নের মাধ্যমে ৫ বছর (২০০৯-১৪) মেয়াদে সারাদেশ হতে মোট ৫৪০০ জন পুরুষ ও ৪৫০০ জন মহিলাকে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কারিগরিভাবে

প্রশিক্ষিত করা হবে। ২০১০-১১ অর্থ বছরের জানুয়ারী-২০১১ পর্যন্ত ১৫০০ জন পুরুষকে এবং ১২৫০ জন মহিলাকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩০৭ জন পুরুষ ও ৪৭৬ জন মহিলা দেশের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্মরত আছে।

শিল্প খাতে মেধাসম্পদ (পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস) বিষয়ক কার্যক্রম

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর বাংলাদেশের মেধাসম্পদ বিষয়ে একটি বিশেষায়িত সংস্থা। নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট মঞ্জুর, নতুন ও মৌলিক ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন এবং ট্রেডমার্কস নিবন্ধন করার দায়িত্ব পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। ট্রেডমার্কস কার্যক্রম ট্রেডমার্কস আইন মোতাবেক পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমান অর্থ বছরে এ আইনের ইংরেজী সংস্করণ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। খসড়া 'পেটেন্ট আইন (ইংরেজী) ২০১০' এবং খসড়া ' ডিজাইন আইন (ইংরেজী) ২০০৯' চূড়ান্ত করণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া, খসড়া 'Layout Designs (Topographics) of Integrated Circuit Law, 'খসড়া Trade Secret Law প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং Geographical Indication Law এবং Trademarks Rules আধুনিকীকরণ, সংশোধন, ক্ষেত্রবিশেষে নুতন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। প্রথমবারের মত পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের ট্রেডমার্কস উইংয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পখাতভুক্ত সংস্থাসমূহের সংস্কার কর্মসূচি

সরকারের হাতে সংরক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের প্রধান উপাদানগুলো হলো: (ক) পণ্য বাজারে প্রতিযোগিতা, (খ) বাজার পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দানের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, (গ) প্রতিযোগিতামূলক মজুরি ও কর্মসংস্থান, (ঘ) বাজারমুখী অর্থায়ন, (ঙ) বিপণন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ এবং (চ) প্রতিষ্ঠানকে লাভজনকভাবে পরিচালনা। রাষ্ট্রীয় শিল্পখাতের ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে বর্তমানে যে সব সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে তা নিম্নরূপ

- চালু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের অতিরিক্ত জনবল হ্রাসসহ অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাসকরণপূর্বক লোকসান কমানো;
- রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব সংরক্ষণের জন্য বার্ষিক নিরীক্ষা সময়মত সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ,
- রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতা আরোপের লক্ষ্যে পুরস্কার /শাস্তিস্কীম সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

শিল্প বিনিয়োগ পরিস্থিতি

শিল্প ঋণ

বাংলাদেশের মত কৃষি-নির্ভর উন্নয়নশীল দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জনে দ্রুত শিল্পায়নকল্পে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত শিল্পায়নকল্পে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর হতে ২০১০-১১ অর্থবছরের মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত বছরওয়ারী শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি ৮.৪-এ দেখানো হলো।

সারণী ৮.৪ ঃ শিল্প ঋণের বছর ভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
১৯৯৫-৯৬	৩৬৭৫.৬৯	১২৩০.৪৪	৪৯০৬.১৩	৩৪০২.৮৮	৫১৯.৬৯	৩৯২২.৫৭
১৯৯৬-৯৭	৬৯৭৯.৭৫	১২০০.০০	৮১৭৯.৭৫	৫৬৯২.৭০	৮৮৭.১৯	৬৫৭৯.৮৯
১৯৯৭-৯৮	৬৫৯১.০৩	১১২০.৩৪	৭৭১১.৩৭	৫৪০৯.৭২	৮৫৯.৪৩	৬২৬৯.১৫
১৯৯৮-৯৯	৭৯০৫.৪৮	১৩৩০.১০	৯২৩৫.৫৯	৫২৮১.৬৫	১০৯৩.৩১	৬৩৭৪.৯৬
১৯৯৯-০০	১০৬৮১.৭৪	১৬২৭.২৬	১২৩০৯.০০	৭২০০.১৩	১৬৫৩.৩৪	৮৮৫৩.৪৭
২০০০-০১	১৩৬৮২.৩৯	৩০৫৭.০৭	১৬৪৩৯.৪৬	৯৭৭৭.৪৭	২৭৯৫.১০	১২৫৭২.৫৭
২০০১-০২	১৩৭৬৫.১২	৩৫০৫.১৫	১৭২৭০.২৭	৯৬৩৮.৩৪	৩২১২.৯৭	১২৮৫১.৩১
২০০২-০৩	১৫৬৭১.৪৬	৩৯৬১.৯৯	১৯৬৩৩.৪৫	১২২৮৩.২১	৩৮৩৫.১২	১৬১১৮.৩৩
২০০৩-০৪	১৮৭০৩.১০	৬৬৭৫.৯৯	২৫৩৭৯.০৯	১৫৪৩৫.০০	৪৯৬৩.৪৪	২০৩৯৮.৪৪
২০০৪-০৫	২২১৭৫.৭৮	৮৭০৪.৫২	৩০৮৮০.৩০	১৮১৮৯.৬৫	৮৫৪৬.৯৮	২৬৭৩৬.৬৩
২০০৫-০৬	২৮৪৪৮.৫৩	৯৬৫০.০২	৩৮০৯৮.৫৫	২২৯৭৫.৯৫	৬৭৫৯.৫২	২৯৭৩৫.৪৭
২০০৬-০৭	৩১৬৫১.৩২	১২৩৯৪.৭৮	৪৪০৪৬.১০	২৩৭৯০.৫৪	৯০৬৮.৪৫	৩২৮৫৮.৯৯
২০০৭-২০০৮	৩৯৯৬৩.৪৯	২০১৫০.৮২	৬০১১৪.৩১	২৮৮৪৯.৬০	১৩৬২৪.২০	৪২৪৭৩.৮০
২০০৮-২০০৯	৪৫০২৮.২৮	১৯৯৭২.৬৯	৬৫০০০.৯৭	৩৬৫৭৭.৮৯	১৬৩০২.৪৮	৫২৯০০.৩৭
২০০৯-২০১০	৫৯১৭১.৯৫	২৫৮৭৫.৬৬	৮৫০৪৭.৬১	৪৫২৩১.৭৫	১৮৯৮২.৭০	৬৪২১৪.৪৫
২০১০-২০১১*	৫৩২৩২.৯৪	২৪৪৮৭.৭১	৭৭৭২০.৬৫	৪১৭৯৬.৯৫	১৯৩০৪.৯৮	৬১১০১.৩৯

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * জুলাই-মার্চ' ২০১১ পর্যন্ত।

১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর হতে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত উপরোক্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর ব্যতীত শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। এ শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের বৃদ্ধির প্রবণতা ২০১০-১১ অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে। ২০১০-২০১১ অর্থবছরের মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত শিল্প খাতে বিতরণকৃত ও আদায়কৃত ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭৭৭২০.৬৫ কোটি টাকা ও ৬১১০১.৩৯ কোটি টাকা। যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের মোট বিতরণকৃত ও আদায়কৃত ঋণের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ২৭.০৭ ভাগ এবং শতকরা ৩২.৪৯ ভাগ বেশি। ২০০৯-১০ অর্থবছরের মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত বিতরণকৃত চলতি ও মেয়াদি ঋণের তুলনায় ২০১০-১১ অর্থবছরের একইসময়ে বিতরণকৃত চলতি ও মেয়াদি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে শতকরা ২৫.৭৩ শতাংশ ও ৩০.০৬ শতাংশ। অপরদিকে, ২০১০-১১ অর্থবছরের মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত চলতি ও মেয়াদি শিল্প ঋণ আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ২৭.০০ ভাগ এবং শতকরা ৪৬.১৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিতরণকৃত ও আদায়কৃত শিল্প ঋণের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও উচ্চতর মাত্রা নিশ্চিত করতে মুখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

প্রকৃত বিনিয়োগ পরিসংখ্যান

দেশী ও বিদেশী বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ মানচিত্রে (Investment map) বাংলাদেশ ক্রমেই প্রতিযোগি সক্ষম (Competitive Location) একটি স্থান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বেসরকারি খাত উন্নয়নে সরকারের অনুসৃত বিনিয়োগমুখী-নীতি ও কৌশল এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ পরিস্থিতি

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরন অঞ্চল (ইপিজেড) স্থাপনের মাধ্যমে দেশী বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে দেশে শিল্প খাত বিকাশে তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

২০১০-১১ অর্থ বছরের জানুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত ৮(আট) টি ইপিজেডে (চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী) পুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১৯৩৫.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেড এ ৮০১.৮৬ মিলিয়ন, ঢাকা ইপিজেড এ ৭৩৮.৪১ মিলিয়ন, মংলা ইপিজেড এ ২.৬৬ মিলিয়ন, কুমিল্লা ইপিজেড এ ১২২.৩৩ মিলিয়ন, উত্তরা ইপিজেড এ ১০.১৯, ঈশ্বরদী ইপিজেড এ ৩১.০৯ মিলিয়ন, কর্ণফুলী ইপিজেড এ ১১৮.৩৪ মিলিয়ন ও আদমজী ইপিজেড এ ১১০.৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১০-১১ অর্থ বছরের জানুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে নিরাপত্তা জামানত ও স্ট্যাম্প ডিউটি প্রদান বিষয়ে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৪৩.০৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রকৃত বিনিয়োগ ১৩১.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বর্তমানে ইপিজেডসমূহে ৩৫১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেড এ ১৬১টি, ঢাকা ইপিজেড এ ৯৮টি, কুমিল্লা ইপিজেড এ ২৬টি, উত্তরা ইপিজেড এ ০৮টি, মংলা ইপিজেড এ ০৬টি, ঈশ্বরদী ইপিজেড এ ০৮টি, কর্ণফুলী ইপিজেডে ২৩টি এবং আদমজী ইপিজেড এ ২১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে। সারণি ৮.৫-এ জানুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ব্যয়, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য দেখানো হলো ঃ

সারণি ৮.৫: ইপিজেডভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের বিবরণ

ইপিজেড ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সম্পর্কিত তথ্য

ইপিজেডসমূহের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		বিনিয়োগ	রপ্তানি	কর্মসংস্থান (জন)
	উৎপাদনরত	বাস্তবায়নাধীন	(মিঃ মার্কিন ডলার)	(মিঃ মার্কিন ডলার)	
চট্টগ্রাম ইপিজেড	১৬১	১৫	৮০১.৮৬	১২,৩৮৪.১২	১,৫৫,১২১
ঢাকা ইপিজেড	৯৮	০৬	৭৩৮.৪১	১০,২৫৯.২৪	৭৮,৯৮৫
কুমিল্লা ইপিজেড	২৬	১৮	১২২.৩৩	৪৯৭.১৮	৯,০৪০
মংলা ইপিজেড	০৬	০৬	২.৬৬	৬৫.০৯	১৫২
উত্তরা ইপিজেড	০৮	০৪	১০.১৯	৫.৬৮	৪,০২৩
ঈশ্বরদী ইপিজেড	০৮	১১	৩১.০৯	২৭.০৮	৪,৪০৭
আদমজী ইপিজেড	২১	২৭	১১০.৯৮	১৪৩.৩৫	১৪,১৬৩
কর্ণফুলী ইপিজেড	২৩	২৭	১১৮.৩৪	১৬৬.৯৭	১৬,৫০১
মোট	৩৫১	১১৪	১,৯৩৫.৮৬	২৩,৬৭৭.২৮	২, ৮২,৩৯২

উৎস ঃ বেপজা

জানুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে ২,৮২,৩৯২ জন বাংলাদেশী নাগরিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেড এ ১,৫৫,১২১ জন, ঢাকা ইপিজেড এ ৭৮,৯৮৫ জন, মংলা ইপিজেড এ ১৫২ জন, কুমিল্লা ইপিজেড এ ৯,০৪০ জন, উত্তরা ইপিজেড এ ৪,০২৩ জন, ঈশ্বরদী ইপিজেড এ ৪,৪০৭ জন, আদমজী ইপিজেড এ ১৪,১৬৩ জন এবং কর্ণফুলী ইপিজেড এ ১৬,৫০১ জন বাংলাদেশী নাগরিক কর্মরত রয়েছে। মহিলাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বেপজা বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

নিম্নের সারণি ৮.৬ এ জানুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত ইপিজেডে বিভিন্ন পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান দেখানো হলো ঃ

সারণি ৮.৬: ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

ক্রঃনং-	উৎপাদিত পণ্যের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিনিয়োগ (মিঃ মাঃ ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
১.	পোষাক শিল্প	৮২	৫৪৮.১৯০	১৫৫,৭৯৬
২.	টেক্সটাইল	৩৮	৪০৯.৭০৭	২০,৯৪৪
৩.	টেরি টাওয়েল	১৭	৫৮.৭৪২	৭,১৭৪
৪.	নীট গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্প	৩৬	১৯৭.৫৩১	৩৫,১১৯
৫.	গার্মেন্টস্ এ্যাক্সেসরিজ	৬০	২২৯.৩৬৪	১২,৭১৫
৬.	টুপি	০৬	৪৩.০৩০	৬,৭১৬
৭.	তাবু	০৬	৩৯.৫২৬	৭,০৫৮
৮.	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স	১৫	৭৮.৬৭৮	৩,৭৩১
৯.	জুতা ও চামড়াজাত শিল্প	১৯	১১০.৭৫৯	১৬,৬৭৭
১০.	ধাতব শিল্প	১১	২৬.২৪৯	১,২৮৫
১১.	প্লাস্টিক দ্রব্য	১২	২৩.৯৫০	২,৭৬৪
১২.	মোড়ক সামগ্রী	০২	১.২৮৬	১০৫
১৩.	ফিশিং রীল ও গলফ শ্যাফ্ট	০১	৩২.১০৭	৫১৯
১৪.	রশি	০২	৬.৪৭৬	৬৬৭
১৫.	সেবা খাত	০৫	১৪.০০০	৭১৬
১৬.	কৃষিজাত শিল্প	০৬	২.৭৪৬	১৫২
১৭.	আসবাবপত্র	০৩	২৩.৩৪৬	৯৪৮
১৮.	বিদ্যুৎ শিল্প	০২	৪৩.৫৩৭	১০৮
১৯.	কেমিক্যাল শিল্প	০৩	২.৯০২	৯৬
২০.	বিবিধ	২৪	৪২.৮১৪	৮,৬০৪
	সর্বমোট	৩৫১	১,৯৩৫.৮৬	২,৮২,৩৯২

উৎসঃ বেপজা (BEPZA).

২০১০-২০১১ অর্থ বছরের জানুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহ থেকে প্রায় ১৯৪০.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেড থেকে ৮৭২.২১ মিলিয়ন, ঢাকা ইপিজেড থেকে ৮১১.০৩ মিলিয়ন, মংলা ইপিজেড থেকে ১৮.৫০ মিলিয়ন, কুমিল্লা ইপিজেড থেকে ৭৮.৭০ মিলিয়ন, ঈশ্বরদী ইপিজেড থেকে ১১.৬৯ মিলিয়ন, উত্তরা ইপিজেডে ৩.৩৭ মিলিয়ন, আদমজী ইপিজেড ৮৩.৩৪ মিলিয়ন এবং কর্ণফুলী ইপিজেডে ৬১.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। সারণি ৮.৭ এ ২০০২-০৩ হতে ২০১০-১১ অর্থ বছরের -ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন ইপিজেডে বছরভিত্তিক বিনিয়োগ ও রপ্তানির বিবরণ উ-ল্লখ করা হ'লঃ

সারণি ৮.৭: বিভিন্ন ইপিজেডে বার্ষিক বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড		২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	২০০৫-২০০৬	২০০৬-২০০৭	২০০৭-২০০৮	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১ (জানু ১১)
ঢাকা	বিনিয়োগ	৩২.০১	৫৯.১৪	৪৯.৩৬	৫১.৩৫	৬১.৫৭	৮৭.৪৬	১১০.৩৪	৩০.৩৯	৬৪.৩৮	২৪.৮৬
	রপ্তানি	৪৬৬.৭৬	৫৫৪.৭৯	৬৬৭.৬০	৭৫৭.৭৩	৯১৮.৩০	১০৩৩.০৩	১১৪৬.৫০	১১৯০.৩৬	১২১৬.৪৯	৮১১.০৩
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগ	২২.৩৭	৪২.১৪	৫৫.৪৩	৪৫.৩১	৩৫.৯৫	৩২.৬২	১২৬.৪৬	৪৭.২২	৫৭.৫২	২৯.২২
	রপ্তানি	৬০৮.৭০	৬৪১.২৮	৬৭৯.০১	৭৭২.৩৯	৮৭৩.০৩	৯৭১.৫৪	১১১৭.১৭	১১৮৮.১৫	১৩৩৩.৫৩	৮৭২.২১
মংলা	বিনিয়োগ	০.৪৩	০.১১	০.৮০	১.৪৯	০	০.৪৩	২.০৩	০.৯৬	০.০১	১.৭০
	রপ্তানি	১.৫৫	৩.০০	৩.১১	৭.৮৩	৭.০৯	১.৩১	৮.২৬	৭.০৬	৭.২৯	১৮.৫০
কুমিল্লা	বিনিয়োগ	০.৬৪	১.০৫	৯.০৩	১৯.০১	১০.৬২	২১.০২	৯.৭২	৮.২০	২০.৪৪	২২.০৩
	রপ্তানি	০.০১	১.১৫	৪.১০	৯.৬৬	৩৪.৯৯	৪৬.০১	১৩১.৩৮	৯৫.৮৫	৯৫.৩৪	৭৮.৭০
উত্তরা	বিনিয়োগ	০.১৬	০.২০	০.৪২	০.৭২	০.০০	১.২৪	০.১৫	০.১৭	১.৬৯	৫.৪৪
	রপ্তানি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৮	০.০৯৫	০.২৪	১.৯০	৩.৩৭
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগ	০.০১	০.৫০	০.০০	০.০৫	০.৭৬	০.০০	১.৪৩	১৪.০৪	১২.২১	২.৬০
	রপ্তানি	০.০০	০.০০	০.০০	১.০৯	২.৫৪	২.২৩	১.২১	০.৭৯	৭.৫৪	১১.৬৯
আদমজী	বিনিয়োগ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪.০০	৭.৬৮	৩৩.৭১	২১.০৭	২৬.১৭	১৮.৩৫
	রপ্তানি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.২৩	৯.৪৭	১৫.১০	৬০.১৩	১০৩.৬৫	৮৩.৩৪
কর্ণফুলী	বিনিয়োগ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.৯১	১৮.৩৪	২৭.৯০	৩৯.৫৮	৩০.৬১
	রপ্তানি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯.৮৬	৩৯.১৩	৫৬.৮১	৬১.১৭
মোট	**বিনিয়োগ**	**৫৫.৬২**	**১০৩.১৪**	**১১৫.০৪**	**১১৭.৯৩**	**১১২.৯০**	**১৫৬.৩৬**	**৩১৩.৮৬**	**১৯৪.৩৮**	**১৯৩.৭৭**	১৯৩৫.৮৬
	রপ্তানি	**১১৪৯.০২**	**১২০০.২২**	**১৩৫৩.৮২**	**১৫৪৮.৭০**	**১৮৩৬.১৮**	**২০৬৩.৬৭**	**২৪২৯.৬৬**	**২৫৮১.৮৮**	**১৭৩৪.৫৯**	১৯৪০.০১

উৎস ঃ বেপজা

ইপিজেডসমূহ পশ্চাৎসংযোগ (Backward Linkage) শিল্প স্থাপন ও অনগ্রসর শিল্পে সহায়তা প্রদান করছে। এ ক্ষেত্রে ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ইপিজেডের বাইরে অবস্থিত শিল্প হতে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হচ্ছে অপরদিকে তেমনি বাইরে অবস্থিত ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহে ইপিজেডের অভ্যন্তরে উৎপাদিত বিভিন্ন কাঁচামাল সরবরাহ করছে।

এ যাবৎ ইপিজেডসমূহে জাপান, কোরিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড, চীন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, পানামা, নেপাল, অষ্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, মরিশাস, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, ইউক্রেন, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলংকা, বেলজিয়াম, কানাডা ও বাংলাদেশসহ প্রায় ৩৪টি দেশ বিনিয়োগ করেছে।

দেশের শিল্পোন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বেপজা ইপিজেডসমূহে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারীদের পড়া লেখা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এ লক্ষ্য অর্জনে কয়েকটি জোনে স্কুল, কলেজ, মেডিক্যাল সেন্টার, ফায়ার ষ্টেশন, পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মহিলা শ্রমিকদের শিশুদের নিরাপত্তার জন্য চট্টগ্রাম ইপিজেড ও ঢাকা ইপিজেড এ ডে-কেয়ার সেন্টার খোলা হয়েছে এবং অন্যান্য ইপিজেডে এ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বর্তমানে বিদেশী ক্রেতাগণ সোস্যাল কমপ্লায়্যান্স এর উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে এবং বেপজা ও ইপিজেড এর শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সোস্যাল কমপ্লায়্যান্স এর বিভিন্ন শর্তসমূহ মেনে চলার জন্য উৎসাহিত করছে। এতে ইপিজেডে কর্ম পরিবেশ অধিকতর উন্নত হচ্ছে এবং শ্রমিকরা অধিকতর সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে।

বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহ বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ছাড়াও দেশের অগ্র ও পশ্চাৎসংযোগকারী শিল্পে বিশেষ অবদান রাখছে। কারণ ইপিজেডে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন বাইরে অবস্থিত শিল্প থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করছে, তেমনি বাইরে অবস্থিত ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহে ইপিজেডের অভ্যন্তরে উৎপাদিত বিভিন্ন কাঁচামাল সরবরাহ করছে। ফলে পশ্চাৎসংযোগ ও অগ্রসংযোগ উভয় ক্ষেত্রেই ইপিজেডসমূহ অবদান রাখছে।

বেপজা পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়সমূহে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে। বেপজার ইপিজেডসমূহের অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য শোধনাগার রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম ও ঢাকা ইপিজেডে দুটি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন ০৩ টি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন- ২০১০

সরকার রপ্তানি ও স্থানীয় বাজারমুখী শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে এ সমস্ত শিল্পাঞ্চলে বিপুল পরিমাণ অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত জমির সদ্ব্যবহারসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পায়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়-নর নতুন ধারা সৃষ্টি করা যায়। **'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন -২০১০'** গে-জট আকা-র প্রকাশিত হ-য়-ছ। এ ল-ক্ষ্য সরকারের ঘোষিত অঙ্গীকারে দেশীয় শিল্পের সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণসহ দেশীয় উদ্যোক্তা এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করার বিষয় উ-ল্লখ করা হ-য়-ছ। অর্থনৈতিক অঞ্চল একদি-ক পশ্চাৎপদ এলাকা অন্যদি-ক শিল্প সম্ভাবনাময় এলাকা-ক শি-ল্প বা কৃষি-ত বিকাশিত কর-ব।